বাদির সন্দেহকে কেন্দ্র করেই তদন্ত শুরু হয়। নিয়ামতপুর থেকে গ্রেফতার হয় অভিযুক্ত বাদল। শুরুতে সব অভিযোগ অস্বীকার করলেও ব্যপক জিজ্ঞাসাবাদের মুখে শেষ পর্যন্ত হত্যাকান্ডের কথা স্বীকার করে। বাদলের নিয়ামতপুরের বাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয় রক্তমাখা পোশাক। আদালতে ফৌজদারি কার্যবিধি ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয় সে। জানায় প্রকাশের হত্যাকান্ডে তাকে সহায়তা করেছিল প্রকাশেরই আপন চাচা বিমল শিং (৫০), চাচী অঞ্জলি রানি (৪৫) ও চাচাতো ভাই সুবোধ শিং (২০)। এদের গ্রেফতার করে আদালতে নেওয়া হলে তিনজনই ফৌজদারি ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী দেয়। জিজ্ঞাসাবাদে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তাদের বাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয় খুনের কাজে ব্যবহৃত হাসুয়া।

অভিযুক্তদের জবানবন্দী ও তদন্তমূলে জানা যায়, বাদল পেশায় রাজমিস্ত্রি। বাড়িতে কাজ করতে এসে গৃহকর্ত্রী অঞ্জলির সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে সে। এ নিয়ে গ্রামে কানাঘুষা শুরু হলে প্রকাশের বাবা নির্মল তাদের ধরে ফেলার চেষ্টা করেন। দুই ভাই বিমল ও নির্মলের মধ্যে পৈত্রিক সম্পত্তি নিয়ে আগে থেকেই বিরোধ ছিল। পরকীয়ায় বাধা পেয়ে বাদল সব কিছুর জন্য নির্মলকে দায়ী করে। প্রেমিকা অঞ্জলির স্বামী বিমল ও ছেলে সুবোধকে বোঝায় যে সম্পত্তি নিয়ে বিরোধের কারণে বাদল ও অঞ্জলিকে নিয়ে কুকথা রটাচ্ছে নির্মল। এ জন্য তার ওপর প্রতিশোধ নিতে হবে। লকডাউনের কারণে হরেক মালের ব্যবসায়ী নির্মল খুব একটা বাড়ির বাইরে যেতেন না। বাদল তাই নির্মলের ছেলে প্রকাশকে হত্যার পরিকল্পনা করে।

ইমোতে প্রতারণার ফাঁদ, পুলিশের হাতে গ্রেফতার হ্যাকারচক্র

রাজশাহীর বাঘা থানা এলাকার কিছু প্রত্যন্ত এলাকাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল ইমো প্রতারক চক্রের আস্তানা। তারা দেশব্যাপী বিছিয়েছিল প্রতারণার জাল। উদ্দেশ্য ইমো ব্যবহারকারী স্বল্প প্রযুক্তিজ্ঞানের মানুষকে বোকা বানিয়ে টাকা কামানো। সফলও হচ্ছিল। রাজশাহী জেলা তো বটেই, দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মূলত প্রবাসী পরিবারের সদস্যদের টার্গেট করতো অপরাধীরা। ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্টে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করে তারা ব্যক্তিগত ছবি বা ভিডিও চিত্রের দখল নিতো। তারপর সেই ছবি ইন্টারনেটে ভাইরাল করে দেবার ভয় দেখিয়ে পৈশাচিকভাবে টাকা আদায় করতো। তবে রাজশাহী জেলা পুলিশের অভিযানে কোনঠাসা হয়ে পড়েছে সংঘবদ্ধ অপরাধী চক্রটি।

এমনি এক অভিযানে গত ২৫ আগস্ট, ২০২১ তারিখ মধ্যরাতে বাঘা থানার পানিকামড়া বাজার এলাকা থেকে মোঃ গোলাম রাব্বী (১৯) ও মোঃ সেলিম রেজা(২৬) নামের দুই প্রতারককে গ্রেফতার করে জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)। তারা বিশেষ কৌশলে ওটিপি পাঠিয়ে ইমো ব্যবহারকারীর একাউন্টের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিতো। পরে ভিক্টিমের কাছ থেকে আদায় করতো মোটা অংকের টাকা।

বিবিসি বাংলার একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিশ্বে বাংলাদেশেই ইমোর সবচেয়ে বেশি ব্যবহারকারী। ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বাংলাদেশে তিন কোটি সত্তর লাখ বার এটি ইন্সটল করা হয়েছে। ফলে নিত্য নতুন উপায়ে অপরাধীরা ইমো অ্যাপ হ্যাক করে একাউন্টের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার চেষ্টা করছে। সংবাদ মাধ্যমের খবর অনুযায়ী, দেশব্যাপী ইমো হ্যাকিং চক্রের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে নাটোরের লালপুর। রাজশাহীর বাঘা পার্শ্ববর্তী থানা বলে এ এলাকাতেও অসাধু যুবকেরা ইমো হ্যাকিংয়ের গর্হিত পথ বেছে নিচ্ছে।

করোনা অতিমারির সময়ে ছুটি প্রাপ্ত পুলিশ সদস্যদের বাড়ি যাতায়াতের সুবিধার্থে পুলিশ সুপারের অনন্য উদ্যোগ

মহামারি করোনা ভাইরাসের প্রকোপে কঠোর লকডাইনে গণপরিবহণ বন্ধ থাকায় দীর্ঘদিন জেলা পুলিশের সদস্যরা পরিবার পরিজন থেকে দূরে। পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষ্যে লকডাউন শীথিল হওয়ায় প্রিয় মানুষটিকে তার অপেক্ষায় থাকা পরিবার পরিজনের কাছে নিরাপদে পৌছে দিতে যথার্থ অভিভাবকের মতো পাশে এসে দাঁড়ায় রাজশাহী জেলা পুলিশ। গত ১৯ জুলাই ২০২১ তারিখে একই সঙ্গে পুলিশ লাইন্স হতে চারটি রুটে বাস ও মাইক্রোবাসের মাধ্যমে রাজশাহী থেকে নওগাঁ হয়ে বগুড়া শহর এবং নাটোর হয়ে সিরাজগঞ্জ এবং দাশুরিয়া হয়ে পাবনা এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ পর্যন্ত পুলিশ সদস্যদের পৌঁছে দেয়া হয়। ছুটি হতে ফেরার সময় একইভাবে পুলিশ সদস্যদের নিজ নিজ এলাকা থেকে কর্মস্থলে ফিরিয়ে আনা হয়। ফোর্স বান্ধব এই উদ্যোগটি সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে ইতোমধ্যে যথেষ্ট প্রশংসিত হয়েছে।

সর্বস্তরের পুলিশ সদস্যদের অবসরকে স্বরণীয় করে রাখা

পিআরএলএ যাওয়া পুলিশ সদস্যদের বিদায় মূহুর্তকে স্বরণীয় করে রাখার জন্য আনুষ্ঠানিক বিদায় দিয়ে সুসজ্জিত গাড়ির মাধ্যমে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার একটি রীতি চালু হয়েছে। বিদায় বেলা দৃষ্টি নন্দন ক্রেষ্ট, উপহার সামগ্রী, মিষ্টি ও ফুল দিয়ে বিদায় জানানো হচ্ছে। রাজশাহী জেলাতেও এই রীতি চলমান। গত ১ অক্টোবর ২০২০ হতে ৩১ আগস্ট ২০২১ পর্যন্ত রাজশাহী জেলায় পিআরএল এ গমনকারী উনচল্লিশ জন পুলিশ সদস্যদের সুসজ্জিত গাড়িতে করে কর্মস্থল থেকে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। ফলে বিদায় বেলায় পুলিশি ব্যবস্থাপনায় বাড়িতে ফিরতে পেরে জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় বাহিনীকে উৎসর্গ করা পুলিশ সদস্যটি হাসি মুখে বাড়িতে ফিরতে পারছে।

পুলিশ সুপার, রাজশাহী মহোদয়ের মহানুভবতায় পিআরএল এ যাওয়া পুলিশ সদস্যের সুসজ্জিত গাড়িতে করে কর্মস্থল থেকে বিদায়ের ধারা অব্যাহত

নববিবাহিত সদস্যদের উপহার প্রদান

বিয়ে মানুষের জীবনের অন্যতম মাইলফলক। বিয়ে উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা উপহারের অনন্য প্রথা চালু করেছেন রাজশাহী জেলা সম্মানিত পুলিম সুপার জনাব এবিএম মাসুদ হোসেন এই উপহার প্রদানের মূল উদ্দেশ্য হলো সদ্যবিবাহিত পুলিশ সদস্যদের উৎসাহ প্রদান ও সহমর্মিতা প্রকাশ। উপহার পেয়ে নববিবাহিত পুলিশ অফিসার ও ফোর্সদের মুখে হাসি ফুটেছে। বেড়েছে তাদের কর্মস্পৃহা।

জাতীয় খেলা কাবাডির আয়োজন

কাবাডি বাংলাদেশের জাতীয় খেলা। রাজশাহী জেলা পুলিশের সদস্যদের মধ্যে কাবাডির উদ্দীপনা ছড়িয়ে দিতে গত ০৭ থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি জেলা পুলিশ লাইন্সে অনুষ্ঠিত হয় "বাংলাদেশ পুলিশ কাবাডি রাজশাহী আঞ্চলিক পর্ব ২০২১ প্রতিযোগিতা"।

গত ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখ বিকালে পুলিশ লাইন্স মাঠে আলোচ্য প্রতিযোগিতার সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী রেঞ্জের সম্মানিত ডিআইজি জনাব মোঃ আব্দুল বাতেন, বিপিএম, পিপিএম। গেস্ট অফ অনার হিসেবে। ফাইনাল খেলায় চতুর্থ এপিবিএন বগুড়া টিম আরএমপিকে হারিয়ে জয়ী হয়।

মোবিলাইজেশন কন্টিনজেন্ট কোর্স আয়োজন

পিআরবি প্রবিধান ৬৬৩ তে মোবিলাইজেশন কন্টিনজেন্ট গঠন করার কথা বলা হয়েছে। ১৮৬১ সালের পুলিশ আইনের ১২ ধারা অনুযায়ী সম্মানিত আইজিপি স্যারকে সরকারের অনুমোদন ক্রমে উক্ত শ্রেনী বিন্যাসকরণের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ১২ মার্চ থেকে ২১ মার্চ, ২০২১ তারিখ পর্যন্ত রাজশাহী জেলা পুলিশের আয়োজনে বাগমারা থানার বানিয়া নর্দা ডিগ্রি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত হয় মোবিলাইজেশন কন্টিনজেন্ট কোর্স। রাজশাহী জেলা পুলিশের ১২৩ জন অফিসার ও ফোর্স উক্ত কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। ২১ মার্চ তারিখে কোর্সের সমাপনী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী রেঞ্জের সম্মানিত ডিআইজি জনাব মো: আব্দুল বাতেন, বিপিএম, পিপিএম মহোদয়। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন রাজশাহী জেলার সম্মানিত পুলিশ সুপার জনাব এ বি এম মাসুদ হোসেন বিপিএম (বার) মহোদয়।

জনসাধারণের কল্যাণে রাজশাহী জেলা পুলিশ

ময়নাতদন্তের জন্য লাশ পরিবহনের ব্যবস্থা

রাজশাহী জেলার অধীন আটটি থানা সদর থেকে বহু দূরে অবস্থিত। থানা থেকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে লাশ পরিবহনে ছিল না কোন কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা। ময়নাতদন্তের লাশ পরিবহনের জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিহতের স্বজনকেই পরিশোধ করতে হতো অর্থ। এটি অত্যান্ত অমানবিক এবং পুলিশের ইমেজের পক্ষে ভিষণ ক্ষতিকর। এইঅবস্থায় লাশবাহী গাড়ির প্রয়োজন অনুভূত হয় তীব্রভাবে । জেলা পুলিশ এই জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করেন। যার মাধ্যমে বিনা মূল্যে মৃত দেহ ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে আনা হয়। মৃতের লাশ বহনের জন্য স্বজনের কাছ থেকে টাকা আদায়ের মত অমানবিক প্রথাও বন্ধ হয়েছে।

জাতীয় জরুরী সেবা ৯৯৯ এর জন্য নির্ধারিত দুটি গাড়ির শুভ উদ্বোধন

গ্রেফতারকৃত আসামীদের আনায়নের জন্য তিনটি গাড়ির শুভ উদ্বোধন

৯৯৯ একটি টোলফ্রি নাম্বার। যাতে ফোন করলেই সারা মিলবে পুলিশসহ জরুরী সেবা। এমন একটি বৈশ্বিকভাবে সমাদৃত ব্যবস্থার স্বপ্ন জনসাধারণের মধ্যে অনেক দিন ধরে ছিল। অবশেষে চালু হয়েছে সেই সেবা। জাতীয় জরুরী সেবা ৯৯৯ চালু হওয়ার অল্প কিছু দিনের মধ্যেই জনসাধারণের আস্থা অর্জন করেছে। বাংলাদেশ পুলিশের এই অনন্য উদ্যোগের সহযাত্রী হতে রাজশাহী জেলা পুলিশ বদ্ধপরিকর। এরই অংশ হিসেবে গত ১৯ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে জাতীয় জরুরী সেবা ৯৯৯ এর সেবা কার্যক্রম সহজীকরণের লক্ষ্যে নির্ধারিত ০২টি গাড়ি শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজশাহী রেঞ্জের সম্মানিত ডিআইজি জনাব মোঃ আব্দুল বাতেন বলেন, "জাতীয় জরুরী সেবা ৯৯৯ এর মাধ্যমে প্রতিদিন অসংখ্য মানুষকে সেবা প্রদান করছে বাংলাদেশ পুলিশ। রাজশাহী জেলায় ৯৯৯ এর জন্য নির্ধারিত গাড়ির কার্যক্রম চালু হওয়ায় এই জেলার সাধারণ জনগণ আরো বেশী দ্রুততার সাথে সেবা পাবেন।"

গ্রেফতারকৃত আসামীদের বিজ্ঞ আদালতে আনায়নের জন্য এবং বিজ্ঞ আদালত থেকে রিমান্ড, স্বাস্থ্য পরীক্ষা বা বিচার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কারণে আসামীকে থানাতে নেয়ার জন্য রাজশাহী জেলার সম্মানিত পুলিশ সুপার জনাব এ বি এম মাসুদ হোসেন বিপিএম (বার)। নিরাপদে ও বিনা খরচে থানা থেকে আদালতে আসামী পরিবহণের জন্য তিনটি বিশেষায়িত গাড়ীর ব্যবস্থা করেছেন। ফলশ্রুতিতে বন্ধ হয়েছে অবৈধ টাকা যখন যে থানা থেকে আসামী পরিবহন করা প্রয়োজন ফোন করলেই গাড়ী গুলো সেখানে পৌঁছে যাচ্ছে।

করোনা মহামারী চলাকালীন সময়ে কর্মহীন ও অসহায় হয়ে পড়েছে তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠি। তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে রাজশাহী জেলা পুলিশ। গত ৪ আগস্ট ২০২১ তারিখ বেলা ১১.০০ টায় পুলিশ লাইন্সের ড্রিলসেডে রাজশাহী জেলা পুলিশের আয়োজনে তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠির মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

মহামারীতে অসহায় তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠির পাশে দাঁড়ালো রাজশাহী জেলা পুলিশ

পুনাক, রাজশাহী জেলা শাখার সামাজিক বনায়ন কর্মসূচী পালন

"মুজিব বর্ষে অঙ্গীকার করি, সোনার বাংলা সবুজ করি" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে গত ১১ আগস্ট ২০২১ তারিখ ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, বাংলাদেশ ও প্রধান উপদেষ্টা, পুনাক জনাব ড. বেনজীর আহমেদ, বিপিএম (বার) স্যার।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে রাজশাহী জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় ও জেলা পুলিশের সার্বিক সহযোগিতায় এ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম টেনিস কমপ্লেক্সে জাঁকজমক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মুজিব শতবর্ষ জেলা রেটিং দাবালীগ গত ০১ থেকে ০৫ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। লীগের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ পুলিশের মান্যবর আইজিপি ও বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের সম্মানিত সভাপতি ড. বেনজীর আহমেদ, বিপিএম (বার)। এই লীগে ২৫টি ক্লাবের ১২৫ জন দাবাড়ু অংশগ্রহণ করে। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে চাম্পিয়ন দলের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন রাজশাহী রেঞ্জের সম্মানিত ডিআইজি জনাব মোঃ আব্দুল বাতেন, বিপিএম, পিপিএম।

মুজিব শতবর্ষ রাজশাহী জেলা রেটিং দাবা লীগ-২০২১ সফলভাবে আয়োজন

রাজশাহী জেলা পুলিশ কর্তৃক অসহায় দুস্থ ও প্রতিবন্ধীদের মধ্যে ঈদ সামগ্রী বিতরণ

জিডি করতে সহায়তা করছে থানার হেল্পডেস্কে কর্মরত নারী পুলিশ সদস্য

মহামারি করোনাতে অসহায় তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠির পাশে দাঁড়ালো রাজশাহী জেলা পুলিশ

জাতীয় জরুরী সেবা ৯৯৯ এর জন্য নির্ধারিত যানবহন ক্রয়

পুলিশ লাইন্স মেসের আধুনিকায়ন ও সৌন্দর্য বর্ধন

রাজশাহী জেলা পুলিশের আয়োজনে পুলিশ লাইন্সে পিঠা উৎসব অনুষ্ঠান

পুলিশ সদস্যদের মাঝে রাজশাহীর ঐতিহ্যময় আম বিতরণ

পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের নবনির্মিত কনফারেন্স রুম

প্রথম আলো
অবসরের দিনে সম্মান পেয়ে অভিভূত কনস্টেবল জেলাল
padmatimes24.com পদ্মা টাইমস
রাজশাহীতে বঙ্গবন্ধু কাবাডি প্রতিযোগিতার উদ্বোধন
সিল্কসিটি নিউজ
গোদাগাড়ীতে অর্ধ কোটি টাকার হেরোইনসহ আটক দুই
যুগান্তর
রাজশাহীর আট জেলায় চালু হচ্ছে ই-ট্রাফিকিং ব্যবস্থা
লকডাউন বাস্তবায়নে তৎপর রাজশাহী জেলা পুলিশ
রাজশাহীতে ইমো হ্যাকারচক্রের দুই প্রতারক গ্রেপ্তার
বঙ্গবন্ধু নবম বাংলাদেশ গেমস পদ্মা জোনের কাবাডি প্রতিযোগিতার শুভ উদ্বোধন
জনবান্ধব পুলিশিং নিশ্চিত করতে নির্দেশ রাজশাহী রেঞ্জ ডিআইজির
বিশেষ কল্যাণ সভা
আয়োজনে : জেলা পুলিশ, রাজশাহী

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা

সোনা মসজিদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের রাজশাহী বিভাগের একটি প্রশাসনিক অঞ্চল। রাজশাহী বিভাগের অন্তরগত এই জেলাটিকে কখনো নবাবগঞ্জ এবং চাঁপাই নামেও ডাকা হয়। ভারত উপমহাদেশ বিভাগের আগে এটি মালদহ জেলার একটি অংশ ছিল। ১৯৪৭ সালে এটি মালদহ থেকে আলাদা হয়ে পূর্ব পাকিস্থানে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং রাজশাহী জেলার একটি মহাকুমা হিসেবে গন্য হয়। ১৯৮৪ সালে একটি একক জেলা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। অনেকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ কে 'আমের দেশ' বলেও জানে।

ভৌগোলিক সীমানা

মোট ১,৭৪৪ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার অবস্থান বাংলাদেশের মানচিত্রে সর্ব পশ্চিমে। এর পূর্বে রাজশাহী ও নওগাঁ জেলা, উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মালদহ জেলা, পশ্চিমে পদ্মা নদী ও মালদহ জেলা দক্ষিণে পদ্মা নদী ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুর্শিদাবাদ জেলা। এটি ভৌগোলিকভাবে ২৪°২২ হতে ২৪°৫৭ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৭°৫৫ হতে ৮৮°২৩ পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত।

জনসংখ্যাঃ-

চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার জনসংখ্যা ১৬৪৭৫২১ জন। মোট জনসংখ্যার ৯৫.৩৬% ইসলাম ধর্মালম্বী, ৪.০৪% হিন্দু ধর্মালম্বী, ০.৩৫ % খ্রিস্টান ধর্মালম্বী এবং ০.২৫% জনগণ অন্যান্য ধর্মের অনুসারী।

উপজেলার সংখ্যাঃ

৫টি (চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, গোমস্তাপুর, নাচোল, ভোলাহাট, শিবগঞ্জ)

দর্শনীয় স্থানঃ

ছোট সোনা মসজিদ, তোহাখানা, শাহ নেয়ামতুল্লাহ এর মাজার, চামচিকা মসজিদ, নাচোল রাজবাড়ী, কানসাটের জমিদার বাড়ী।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা পুলিশের উর্ধ্বতন অফিসার"গণের পরিচিতি ঃ

এ এইচ এম আবদুর রকিব, বিপিএম, পিপিএম (বার)
পুলিশ সুপার, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

মোহাম্মদ মাহবুব আলম খান পিপিএম
অতিরিক্তি পুলিশ সুপার (প্রশাসন), চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

জনাব এস.এ.এম.ফজল-ই-খুদা
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর), চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

জনাব মোঃ আতোয়ার রহমান
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, নবাবগঞ্জ সার্কেল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ